সংবাদ

তারিখ: 31 JAN 2013
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৫

জেএসসি-জেডিসি থেকে এসএসসি পর্যন্ত

ঝরে পড়েছে ২ লাখের বেশি শিক্ষার্থী

● এবার পরীক্ষার্থী ১৩ লাখ ৩ হাজার ২০৩

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

জেএসসি ও জেডিসি থেকে এসএসসি পর্যন্ত আসতেই ঝরে পড়েছে দুই লাখ ছয় হাজার ছাত্রছাত্রী। এমনকি এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় গত বছরের চেয়ে এবার (২০১৩) শিক্ষার্থী কমেছে এক লাখ ১৬ হাজার ৮৫৪ জন। আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি এ পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। দেশের আটটি সাধারণ বোর্ড, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবার ১৩ লাখ তিন হাজার ২০৩ জন শিক্ষার্থী এ পরীক্ষায় অংশ নেবে। গত বছর এই সংখ্যা ছিল ১৪ লাখ ২০ হাজার ৫৭ হাজার জন। অথচ শিক্ষা সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বিজ্ঞপ্তিতে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে বলেছেন, গত তিন বছরে ঝরে পড়ার হার অনেক কমেছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, ২০১০ সালে প্রথম জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষায় ৯টি শিক্ষা বোর্ড থেকে অংশগ্রহণের জন্য ফরম পূরণ করেছিল ১৫ লাখ ৯ হাজার ৮৪৭ জন। এরমধ্যে ওই বছর পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছিল মাত্র ১৩ লাখ ৯৬ হাজার ৫৯৯ জন। কিন্তু পরীক্ষা কেন্দ্রেই অনুপস্থিত ছিল এক লাখ ১৩ হাজার ২৪৮ জন। ওই পরীক্ষায় পাস করেছিল ১০ লাখ ২০ হাজার ৪৭ জন। আর অকৃতকার্য হয়েছিল তিন লাখ ৭৬ হাজার ৫৫২ জন। পরবর্তীতে এক, দুই ও তিন বিষয়ে অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদেরও নবম শ্রেণীতে ভর্তির সুযোগ দেয়া হয়। ২০১০ সালের জেএসসি ও জেডিসি উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। অর্থাৎ ১৫ লাখ ৯ হাজার ৮৪৭ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্য থেকে এসএসসি পর্যন্ত আসতে সক্ষম হয়েছে ১৩ লাখ তিন হাজার ২০৩ জন। অর্থাৎ ঝরে পড়েছে দুই লাখ ছয় হাজার ৬৪৪ জন ছাত্রছাত্রী।

প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে যারা প্রথম জেএসসি-জেডিসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল, তারাই এবার এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা দেবে।

আসন্ন এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষার সার্বিক প্রস্তুতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরতে সচিবালয়ে গতকাল সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। এ সময় শিক্ষা সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি)

শিক্ষার্থী : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

শিক্ষার্থী : ২ লাখ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুন, ঢাকা বোর্ডের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল সালাম, মাদ্রাসা বোর্ডের চেয়ারম্যান আবদুল মান্নান, কারিগরি বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর আবুল কাশেম, ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আগে অষ্টম শ্রেণীতে কোন ধরনের বাছাই ছাড়াই শিক্ষার্থীরা নবম শ্রেণীতে ভর্তি হতো। এই পর্যায়ে এখন বাছাই হয় বলে পরীক্ষার্থী কমেছে। তবে ধীরে ধীরে বিষয়টি স্থিতিশীল হয়ে আসবে বলে আশা প্রকাশ করেন মন্ত্রী।

এবার এসএসসিতে তত্ত্বীয় পরীক্ষা চলবে ৫ মার্চ পর্যন্ত। আর ব্যবহারিক পরীক্ষা হবে ৬ থেকে ১২ মার্চ। খাতা দেখা শেষে মে মাসেই ফল প্রকাশ করা হবে বলেও জানান শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, আশা করছি পরিচ্ছন্ন, সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিবেশে পরীক্ষা হবে। তিনি জানান, এ বছর এসএসসি, দাখিল ও কারিগরির ১৩ লাখ তিন হাজার ২০৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছয় লাখ ৬৮ হাজার ২৬৮ জন ছাত্র এবং ছয় লাখ ৩৪ হাজার ৯৩৫ জন ছাত্রী। এরমধ্যে আটটি সাধারণ বোর্ডের অধীনে এসএসসিতে ৯ লাখ ৮৯ হাজার ৮১৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে চার লাখ ৮৮ হাজার ৪৮২ জন ছাত্র এবং পাঁচ লাখ এক হাজার ৩৩৫ জন ছাত্রী। আর মাদ্রাসার দাখিলে দুই লাখ ২৫ হাজার ২৬ পরীক্ষার্থীর মধ্যে এক লাখ ১৫ হাজার ৭০২ জন ছাত্র ও এক লাখ ৯ হাজার ৩২৪ জন ছাত্রী। এছাড়া কারিগরি বোর্ডে ৬৪ হাজার ১২৪ জন ছাত্র এবং ২৪ হাজার ২৩৬ জন ছাত্রী মিলিয়ে মোট ৮৮ হাজার ৩৬০ জন শিক্ষার্থী এবার এসএসসি পরীক্ষা দেবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আটটি সাধারণ বোর্ডের অধীনে এসএসসিতে ছাত্রী সংখ্যা বেশি হলেও মাদ্রাসা ও কারিগরি বোর্ডে ছাত্রী কম হওয়ায় মোট পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছাত্রী কমেছে। এবার ২৭ হাজার ৯৩টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা এ পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। গতবার ২৬ হাজার ৮৫৫টি প্রতিষ্ঠান এই পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল। এবার এসএসসিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৩৮টি বেড়েছে। তবে মোট পরীক্ষার্থী কমলেও এবার কেন্দ্র বেড়েছে ২৯৪টি। এবার মোট দুই হাজার ৭৫৮টি কেন্দ্রে পরীক্ষা হবে। গত বছর দুই হাজার ৪৬৪টি কেন্দ্রে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া দেশের বাইরে জেদ্দা, রিয়াদ, ত্রিপলি, দোহা, আবুধাবি, দুবাই ও বাহরাইন কেন্দ্রে মোট ২৯০ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেবে।

বাংলা দ্বিতীয় পত্র, ইংরেজি প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র, গণিত ও উচ্চতর গণিত ছাড়া এবার সব বিষয়ের পরীক্ষা হবে সৃজনশীল প্রশ্নে। এ বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী আরও বলেন, অধিকাংশ বিষয়ের পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্নে হওয়ায় শিক্ষার্থীরা বাস্তবধর্মী পদ্ধতিতে লিখতে পারবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী এবং হাত নেই- এমন পরীক্ষার্থীরা শ্রুতি লেখক সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে। তাদের জন্য অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় বেশি দেয়া হবে বলেও শিক্ষামন্ত্রী জানান।

মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর হার ধীরে ধীরে কমে আসছে- এমন দাবি করে শিক্ষা সচিব কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী বলেন, মাধ্যমিক পর্যায়ে ২০১২ সালে ১৪ দশমিক ৭৬ শতাংশ, ২০১১ সালে ২২ শতাংশ, ২০১০ সালে ৩৬ শতাংশ এবং ২০০৯ সালে ৪৮ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। তবে কোন পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ঝরে পড়ার হার নির্ধারণ করা হয়েছে, সে বিষয়ে তিনি সন্তোষজনক কোন ব্যাখ্যা দিতে পারেননি।